দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষার্থী নয়, ভ্যাট দেবে বিশ্ববিদ্যালয়

এনবিআরের ব্যাখ্যা, বাস্তবতা ভিন্ন

■ রিয়াদ হোসেন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর গত বাজেটে সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট আরোপের পর এই প্রথম শিক্ষার্থীরা বড় ধরনের আন্দোলনে নামল। এর জের ধরে গতকাল যানজটে রাজধানী প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। রাজধানীর বাইরেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গতকাল রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এক ব্যাখ্যায় বলেছে, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়ের উদ্দেশ্যে নতুন করে ভ্যাট আরোপ করা হয়নি। এই ভ্যাট দেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেই বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি বাড়ার কোন কারণ নেই। বিদ্যমান টিউশন ফি'র মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমনকি অর্থমন্ত্রীও বলেছেন, ভ্যাট দেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শিক্ষার্থীরা নয়। এ জন্য ফি বাড়ানো উচিত নয়।

কিন্তু শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, এনবিআরের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে বাস্তবতার মিল নেই। ইতিমধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি বাড়িয়ে দিয়েছে। অনেকে ভ্যাটের বর্ধিত অর্থ পরিশোধের জন্য শিক্ষার্থীদের নোটিসও দিয়েছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। সুযোগমত তারাও ফি বাড়িয়ে দেবে। অর্থাৎ যে কোন উপায়েই হোক বর্ধিত এই ভ্যাটের অর্থ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই আদায় করা হবে।

অন্যদিকে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভ্যাট নিয়ে এনবিআরের ব্যাখ্যা ভ্যাটের মূল চেতনার (স্পিরিট) পরিপন্থী। কেননা ভ্যাট আরোপ করা হয় যিনি সেবা গ্রহণ করবেন তার উপর। সেবা দানকারী কর্তৃপক্ষ ওই অর্থ আদায় করে সরকারের কোষাগারে জমা দেয়ার কাজটি করবে। সেই বিবেচনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা নেয়ায় শিক্ষার্থীদেরই ভ্যাট দিতে হবে। আর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

শিক্ষার্থী নয়, ভ্যাট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ অর্থ সরকারের ঘরে জমা দেবে।

অর্থনীতিবিদ ও পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর ইত্তেফাককে বলেন, এনবিআরের এ ব্যাখ্যাটা ঠিক হলো না। এটি বাস্তবভিত্তিক নয়। পরোক্ষ কর হিসেবে যিনি চূড়ান্ত সেবা নেবেন তিনিই ভ্যাট দেবেন। এখানে চূড়ান্ত সেবা নিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সেজন্য ভ্যাট আকারে আদায় করতে হলে তাদের উপরই এর ভার পড়ার কথা। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আদায় করতে হলে সেটি ভ্যাট হিসেবে আদায় করার সুযোগ নেই। এটি প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর হিসেবে আদায় করতে হবে। এটি আদায় করা যায় সম্পদ কর হিসেবে।

তবে এনবিআরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, মূলত বর্তমান পরিস্থিতি সামাল দিতে এ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এনবিআর চাইছে, ভ্যাট শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় না করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের তহবিল থেকে পরিশোধ করুক। এতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মুনাফা হয়ত কিছুটা কমবে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনবিআরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ইত্তেফাককে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক মুনাফা করে। তারাই ভ্যাটের অর্থ পরিশোধ করুক। কিন্তু ভ্যাট হিসেবে আদায় করতে হলে তা শিক্ষার্থীদের উপর পড়ার কথা এবং ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ওই অর্থ পরিশোধের জন্য শিক্ষার্থীদের নোটিসও দিয়েছে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিলে ওই কর্মকর্তা প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বেসরকারি শিক্ষার উপর ভ্যাট রয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান নজিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ইত্তেফাককে তিনি বলেন, আমাদের অবস্থান আমরা জানিয়ে দিয়েছি। তবে অর্থনীতিবিদদের অভিমত কিংবা ভ্যাটের মূল স্পিরিট নিয়ে তিনি কোন কথা বলতে রাজি হননি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, ইতিমধ্যে বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন আরোপিত ভ্যাটের বাড়তি অর্থ পরিশোধের জন্য শিক্ষার্থীদের নোটিস দিয়েছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ইতিমধ্যে এ অর্থ পরিশোধ করতে হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাজেটের পরপরই ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বাড়তি সাড়ে ৭ শতাংশ হারে ভ্যাট দেয়ার কথা শিক্ষার্থীদের নোটিস দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে।